২৮

ভোরের কাগজ

তারিখ JAN. 1 1999
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

পরিত্রাণ চাই

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বেকার সমস্যা দূরীকরণার্থে বিভিন্ন বিষয়ের উপর (কম্পিউটার, টেলিভিশন, ফ্রিজ, রেডিও ইত্যাদি) বেসিক ট্রেড নামে যে কোর্স চালু করেছে, কয়েক বছর যাবৎ মাধ্যমিক পরিক্ষার্থীরা এ বিষয়টিকে চতুর্থ বিষয় হিসেবে নিতে পারছে। বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে বাংলাদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু আমরা যারা আগ্রহী হয়ে এ বিষয়টিকে চতুর্থ বিষয় হিসেবে নিয়েছি তারা হয়রানির শিকার হচ্ছি। আমাদের শিক্ষকগণ এ ট্রেড কোর্সটি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে নেওয়ার জন্য বলেছিলেন। তারা বলেছিলেন, যারা খুব বেশি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে না অল্প বয়সেই কর্মজীবনে চলে যাবে তারা এ কারিগরি শিক্ষাকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে নিতে পারে।

আমি এ ট্রেডের একজন নিয়মিত ছাত্র হিসেবে বলতে পারি, এ কোর্সটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ভর্তি হওয়ার সময় বলা হয়েছিল যে, ভর্তি ফি ছাড়া আর কিছুই লাগবে না। অথচ প্রতি দুই সপ্তাহ পর পর পরীক্ষার নামে আনুষ্ঠানিকতা দেখিয়ে ১০০ টাকা করে নিয়ে থাকে। প্রতি সপ্তাহে ক্লাস হওয়ার কথা একদিন। কিন্তু এমন কোনো মাস নেই যে, মাসে চার সপ্তাহ ক্লাস হয়েছে। ক্লাস হোক না হোক পরীক্ষা নিয়ে তারা ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেয়— যা সবার পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

যদি কোনো ছাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে এভাবে ঘন ঘন পরীক্ষা নেওয়ার কারণ জানতে চায় তবে শিক্ষকগণ এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য করাবে বলে পরোক্ষভাবে হুমকি দেয়। আমরা এই হয়রানি থেকে পরিত্রাণ চাই।

মোঃ হৃদয়
রাবিতা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
কল্যাণপুর, মিরপুর, ঢাকা